দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 DEC. 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

35

বিতর্কিত স্বাস্থ্যনীতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ২৪ ঘন্টার মধ্যে বাতিল করা হইবে

রাজনৈতিক দলগুলি চাহিলে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হইবে

জাতির ... প্রেসিডে... সাহাবুদ্দী...

আসুন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাঁধে ... মিলাইয়া সকলে একযোগে কাজ ...

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কাজ করার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহবান জানাইয়াছেন। গতরাতে জাতির উদ্দেশে তাঁহার প্রথম বেতার-টিভি ভাষণে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বলেন, এই অভূতপূর্ব, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামে, আসুন, আমরা সকলে শরিক হই। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানই হইবে তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান দায়িত্ব। এজন্য

ভাষণের পূর্ণ বিবরণ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

বিশেষ করিয়া তিনটি পদক্ষেপ দরকার ঃ প্রথমত, দেশে অবশ্যই শান্তি-শৃংখলা স্থাপন করিতে হইবে যাহার জন্য ছাত্রসহ সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতা দরকার। দ্বিতীয়ত, সময়মত সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যথাযথ নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রয়োজন হইবে। রাজনৈতিক দলগুলি চাহিলে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠিত হইতে পারে। খরচ কমানোর জন্য প্রয়োজনবোধে নির্বাচন আইন সংশোধন করা হইবে। তৃতীয়ত, সংসদ ও মন্ত্রী পরিষদ না থাকায় দায়িত্ব পালনে তাঁহাকে সহযোগিতা করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিতে হইবে। পরিষদের সদস্যরা নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হইবেন এবং তাঁহারা আগামী নির্বাচন কিংবা এক বৎসরের মধ্যে কোন উপ-নির্বাচনে দাঁড়াইতে পরিবেন না। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বলেন ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিতর্কিত স্বাস্থ্যনীতি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অর্ডিন্যান্স '৯০ বাতিল করা হইবে। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ক্ষেত্রেও শীঘ্র অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন বলেন, বিশেষ একটি দায়িত্ব পালনের জন্যই তাঁহার অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই তিনি কোন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, বিশেষ করিয়া নীতির প্রশ্নে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন না। তিনি শুধু উপরোক্ত কতিপয় অপ্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ বাতিল করিতেছেন যাহা জনসাধারণের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের দেশের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ হইতেছে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশ এবং ইহার জনগণই হইতেছে সকল ক্ষমতার উৎস। তিনি বলেন, দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়া সংকটের সম্মুখীন। তাই অর্থনৈতিক (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বিচারপতি শাহাবুদ্দীন

(১ম পৃঃ পর)

তৎপরতায় যাহাতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি না করা হয় সেদিকে সকলকে সতর্ক থাকিতে হইবে। আমাদের এই দরিদ্রতম দেশটি বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ তাহাদের কর্মসূচী অতীতের মত অব্যাহত রাখিবে বলিয়া তিনি আস্থা প্রকাশ করেন। আমাদের বৈদেশিক নীতি হইবে 'সকলের সহিত বন্ধুত্ব, কাহারও প্রতি শত্রুতা নয়।' প্রতিবেশীদের সহিত সু-সম্পর্ক, মুসলিম জাহানের সহিত বন্ধুত্ব এবং সার্কের সহিত সম্পর্ক দৃঢ় থাকিবে।

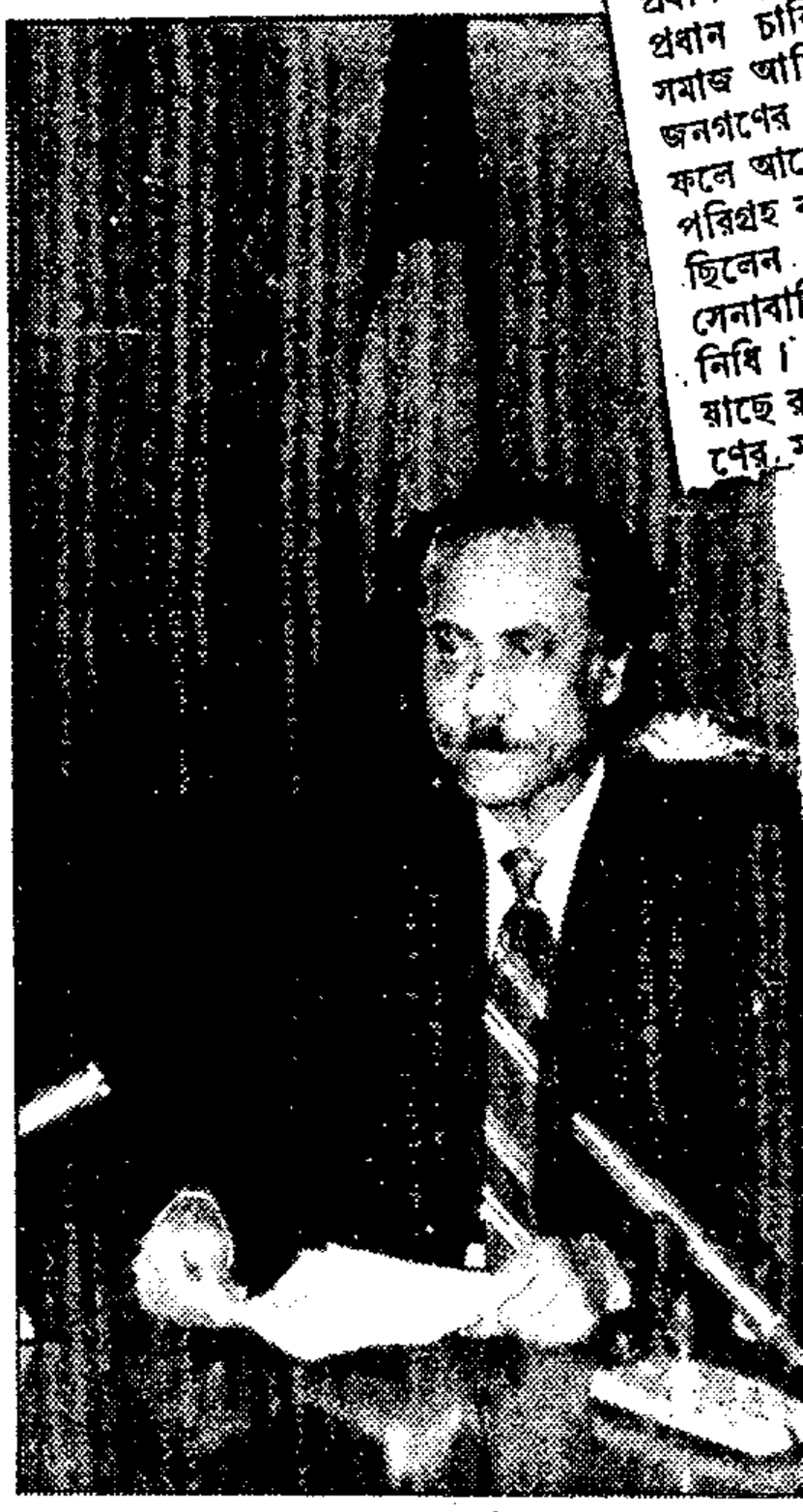

সর্বশেষে এই নব্ব...
হয় এরশাদ এ...
প্রতি তিন বছরে...
করিয়া জাতীয়...
ঘটিয়াছে এই বাং...
ইহাই হইব...
বিষয়টিই কাকত...
কিন্তু ইহার ভিত্তি...
অস্বস্তিকর চি...
কেমন যেন অ...
আটাত্তর এবং...
সালে যে ঘটনা...
জনগণের কো...
ভূমিকা ছিল...
রাজনৈতিক...
দিয়া জাতী...
বর্তন ঘটিয়...
আন্দোলন...
রাজনীতি...
প্রধান ছিল...
প্রধান চা...
সমাজ আ...
জনগণের...
ফলে আ...
পরিগ্রহ...
ছিলেন...
সেনাবা...
নিধি।...
য়াছে...
পের...